দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 21 DEC 1987
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... ২ ...

# চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

## এম,বি,বি,এস পরীক্ষা

ঢাকা ভার্সিটির অধীনে মেডিক্যাল কলেজসমূহের ৪র্থ ও ৫ম বর্ষ ব্যাচের প্রফেশনাল পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ ছিল মে '৮৭, যদিও তা আজও গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু গত প্রফেশনাল পরীক্ষাসমূহ আমরা জানুয়ারীতে দিয়েছি। সেই সুবাদে জানুয়ারী '৮৮-এ আমাদের পরীক্ষা। জানুয়ারীতে পরীক্ষা হলেও আমরা ৮ মাস পিছিয়ে থাকি। আমাদের অর্থাৎ ৪র্থ বর্ষের পরের ব্যাচ মাত্র আমাদের চেয়ে ৮ মাস পিছিয়ে এবং তাদের পরীক্ষা গত সেপ্টেম্বরে শেষ হয়েছে। এমতাবস্থায় বর্তমান রাজনৈতিক কারণে আমাদের পরীক্ষা হুমকির সম্মুখীন। যদিও সমস্যাটা জাতীয়। তবুও যদি আমাদের পরীক্ষা না হয়, তা হলে পরের ব্যাচের সাথে আমাদের পার্থক্য থাকবে মাত্র ৪ মাস। সেক্ষেত্রে ৪ মাসের ব্যবধানে মেডিক্যালের মত টেকনিক্যাল লাইনে দুটো ব্যাচ মেইনটেইন করা খুবই কষ্টকর। তাতে শিক্ষা হয় না কিছুই। সুতরাং ৪র্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের জন্যই সমস্যাটা বেশী জটিল। পরীক্ষা পিছালে একদিকে যেমন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকদের ভোগান্তি বাড়বে খরচ চালাতে, অন্য দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের বয়সসীমাও কমে যাবে। যদিও মেডিক্যালের কোর্স সবচেয়ে সময়সাপেক্ষ, কিন্তু চাকরির বয়স অন্যদের মত একই।

সুতরাং সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, এক বছর বসে থেকে চাকরি পেতে হলে অনেকের বয়স পার হয়ে যাবে। আমাদের যেসব বন্ধু দু'এক বৎসর লস দিয়ে এখানে এসেছে তাদের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যদিকে আমাদের সহপাঠি বন্ধুরা যারা রাজশাহীতে পড়ে তারা আমাদের চেয়ে ৮ মাস এগিয়ে। আর এখন পরীক্ষা না হলে, আমরা ৫ম বর্ষ ছোঁয়ার আগেই তারা ডাক্তার হয়ে যাবে। সুতরাং এমতাবস্থায় ঢাকা ভার্সিটির অধীনে সকল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের উচিত পরীক্ষা দেয়ার জন্য বা হওয়ানোর জন্য সকল বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আমাদের মেডিক্যাল কলেজের সকলেরই ইচ্ছা পরীক্ষা জানুয়ারীতে অথবা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে শুরু হোক। যেমনটি হয়েছে রংপুর মেডিক্যাল কলেজের (সম্ভবতঃ) সেপ্টেম্বরের পরীক্ষা নভেম্বরে।

সুতরাং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট আমার আকুল আবেদন এই যে, আমাদের সেশন ঠিক রেখে জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারীর ভেতরেই যেন আমাদের পরীক্ষা শুরু করেন। আর সকল ছাত্রছাত্রীর প্রতি আমার অনুরোধ আমরা যেন সকলেই পরীক্ষা হওয়ার পক্ষে রায় প্রদান করি।

অসিত মল্লিক,
৪র্থ বর্ষ এম বি বি এস
শে, বা, চি;ম বরিশাল।

## চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সমস্যার সমাধান চাই

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোট সাতটি হল রয়েছে। এর মধ্যে দু'টি ছাত্রীদের হল। ছাত্রসংখ্যার তুলনায় হলে আসন সংখ্যা কম। প্রতিবছরই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে।

এরসঙ্গে রয়েছে সেশন জট এবং পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সময়সূচীর হেরফের। ফলে হলে ছাত্রদের অবস্থানকাল দীর্ঘ হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শহর থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। আশপাশে ছাত্রদের থাকার কোন সুযোগ সুবিধা নেই। দূর থেকে ট্রেনে ও বাসে এসে অনেক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা কষ্ট করে চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি একটি হলের সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং অপর একটি হল নির্মাণাধীন। ছাত্র-ছাত্রীর থাকার সমস্যা দূর করতে হলে ছাত্রদের জন্য দুটি এবং ছাত্রীদের জন্য একটি অন্ততঃপক্ষে তিনটি হল নির্মাণ করা প্রয়োজন। এ হলগুলো বহুতলবিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ শাহাবউদ্দিন আহমদ,
এম, এ শেষ বর্ষ চট্টঃ বিঃ।